সংবাদ

18 MAR 2008

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু না হলে গচ্চা যাবে ৮০ কোটি টাকা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সিন্ডিকেটের কারসাজিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির উদ্যোগ ভেস্তে যেতে বসেছে। এতে বিভ্রান্ত হচ্ছে সাড়ে ছয় লাখ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু না হলে সরকারের প্রায় ৮০ কোটি টাকা ক্ষতি হবে। ফলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের কারণে ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি বদলে যাবে। সেক্ষেত্রে চলতি বছর নবম শ্রেণীতে এই পদ্ধতি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এতে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কৌশল পাল্টে বদলে ফেলা হচ্ছে খাতা মূল্যায়নের চিরাচরিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মুখস্ত করার প্রবণতা রোধ করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃজনীয়তা, সৃজনশীলতা ও নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার বিকাশের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।

বর্তমান এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতির বদলে আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন পদ্ধতিগুলোর অনুসরণে নতুন এ মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর লিখিত ও বাকি ৫০ নম্বরের নৈর্বক্তিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। শুধু ইংরেজি বিষয়ে কোন নৈর্বক্তিক পরীক্ষা নেই। কৃষি শিক্ষায় ৩৫ নম্বর বিষয়ভিত্তিক, ২৫ নম্বর নৈর্বক্তিক এবং বাকি ৪০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হয়। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সব বিষয়ে ৩৫ নম্বরের বিষয়ভিত্তিক, ২৫ নম্বরের নৈর্বক্তিক এবং ৪০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হয়। শুধু সাধারণ গণিতে কোন নৈর্বক্তিক নেই। তবে উচ্চতর গণিত বিষয়ধারীদের ৭৫ নম্বরের বিষয়ভিত্তিক ও বাকি ২৫ নম্বর ব্যবহারিকের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু পরিবর্তিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে আগের মতোই প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হবে। তবে পার্থক্য হবে প্রশ্নের ধরণ এবং গঠনে। এতে প্রশ্নপত্রের দুটি অংশ থাকবে, ক-বিভাগ ও খ-বিভাগ। ক-বিভাগের মান হবে ৬০ নম্বরের। এতে সর্বমোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে, শিক্ষার্থীকে ৯টি প্রশ্নের মধ্যে যে কোন ৬টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের

চালু : পৃঃ ১১ কঃ ২

চালু : গচ্চা যাবে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

৪টি করে অংশ থাকবে এবং প্রত্যেকটির মান ১০নম্বর।

এই পদ্ধতির উদ্দেশে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থী তার টেক্সট বইয়ের কোন নির্দিষ্ট অংশ পড়ে সে নির্দিষ্ট জ্ঞানটুকু আহরণ করতে পেরেছে কি না, তা সে বুঝেছে কি না, বাস্তবিক জীবনে ওই জ্ঞান সে প্রয়োগ করতে পারে কি না এবং ওই জ্ঞানের আলোকে সে সবকিছু মূল্যায়ন করতে পারে কি না তা বোঝা সম্ভব হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, এমসিকিউ সাধারণ এমসিকিউ-এর মতো হবে না। এ প্রশ্নগুলোর ধরন হবে স্কিল বেইজড'। মুখস্ত বিদ্যাকে নিরুৎসাহিত করে শিক্ষার্থীর মানসিক ও প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধি করাই এর উদ্দেশ্য হবে।

সূত্র জানায়, ২০১০ সাল থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করার জন্য ইতোমধ্যে ৮৮ হাজার শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এসব শিক্ষক চলতি বছর থেকেই নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান শুরু করেছেন। নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খেয়েছে। এখন যদি আবার পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে যায় তাহলে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এতে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে। শুধু তাই নয়, এ কারণে ক্ষতিগ্রস্তরা আইনের আশ্রয়ও নিতে পারেন। জেলায় জেলায় সরকারের বিপক্ষে মামলাও হতে পারে।

জানা গেছে, যে সিন্ডিকেট এই পদ্ধতি চালু না করার চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের হাতে বর্তমানে পুরনো ৫ কোটি টাকার বই রয়েছে। যা তারা আগামীতে ব্যবহার করবে। এর সঙ্গে সিন্ডিকেটের লোকজন প্রতি বছর যে নকল বই ছাপিয়ে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য করে আসছে তাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের এ ক্ষতি হওয়ার কারণে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পেছানোর জন্য অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা বিভিন্ন ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধনসহ বিচ্ছিন্ন কিছু কর্মসূচি পালন করেছে।